চুয়াডাঙ্গাসহ ৪ উপজেলায় বিএনপি-জামায়াতের ৩৮ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়েতের ৩৮ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোরে জেলার বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায় নাশকতা পরিকল্পনাকারী ও নাশকতা মামলায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে নয়জন, আলমডাঙ্গায় বারো জন, দর্শনায় পাঁচজন ও দামুড়হুদা মডেল থানায় তিনজন ও জীবননগর থানায় পুলিশের অভিযানে নয়জন বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীর নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন (৫০), আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াত ইসলামীর কর্মী তোফাজ্জল হক (৫৮), একই উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুন (৩৩), চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ঠান্ডু (৫০), হারদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার (৫৫), খাসকররা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্বাস আলী (৩৫),২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম (৪৫), ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফারুক আহমেদ (৫৫), ৪ নং ওয়ার্ডের জামায়াতের সেক্রেটারি হারুন অর রশিদ (৪০),আইলহাস ইউপি, ৯ ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম (৫০), কালিদাসপুর ইউনিয়নের জামায়াতের আমির রবজেল আলী (৬০) ও সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক (৫০)।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা যুবদল ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহবুব (৩৫), চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম(৩৬), সদর থানা ছাত্রদল যুগ্ন আহবায়ক বিল্লাল হোসেন (৩৮), কুতুবপুর ইউপি ৮ নং

ওয়ার্ডের সেক্রেটারি(বিএনপি) হাবিল উদ্দিন (৪২), কুতুবপুর ইউপি ৬ নং ওয়ার্ডের দপ্তর সম্পাদক (বিএনপি) ডালিম হোসেন (৪৩), বিএনপি সমর্থক ইমদাদুল হক মজনু(৪৪) আকাশ(৩২) সোহেল(৪২) জামাত ইসলাম সমর্থক রাজন উদ্দিন(৩৫)।
দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন দামুড়হুদার সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন ও জামায়াত কর্মী রফিকুল ইসলাম।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতাররা হলেন, মদনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল চঞ্চল (৫১), নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী (৪৮) ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলী (৩৫), দর্শনা পৌর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ড সাধারণ সম্পাদক মন্টু মন্ডল (৪৫) ও দর্শনা সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্বাস আলী (২২)। এসময় তাদের নিকট থেকে সাতটি বোমা সদৃশ বস্তু, নয়টি বাঁশের লাঠি ও চারটি লোহার রড উদ্ধার করে পুলিশ।

জীবননগর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন জীবননগর পৌর কৃষক দলের সভাপতি ইউনুচ আলী (৫৫), জেলা বিএনপির সদস্য আবুল হোসেন (৫৮), পৌর বিএপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাজাহান আলী (৩৬), বিএনপি কর্মী সূজা উদ্দিন (৪৯), হাবিবার রহমান (৪৫), আমজাদ হোসেন (৫৮), আমিনুল ইসলাম (২৬), মিলন (৪৩), শাহিন উদ্দিন (৩৬) ও ইসরাফিল হোসেনকে (২৫) গ্রেফতার করেন। এসম তাদের কাছে থাকা ৪ টি অবিস্ফোরিত ককটেল সাদৃশ্য বস্তু এবং বিস্ফোরিত ককটেলের জোয়ার্দ্দার কৌটার অংশ বিশেষ ২ টি টুকরা উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, জেলায় আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী, নাশকতা পরিকল্পনাকারী, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের জান-মালের ক্ষতি সাধনকারী হিসেবে চিহ্নিত ৩৮ জনকে বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদেরকে আজ দুপুরের পর বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় হরতালের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

হরতালের নামে বিএনপি-জামায়াতের হত্যা, অগ্নি সংযোগ, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজুর সার্বিক দিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আওয়ামী লীগের ঐক্যবদ্ধ নেতাদের পক্ষ থেকে দামুড়হুদায় শান্তি সমাবেশ করা হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের ব্যানারে বাসস্ট্যান্ডে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে হরতাল বিরোধী এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা জজকোর্টের এপিপি অ্যাড. আবু তালেব, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক মমিন মাস্টার, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাফি উদ্দীন টুটুল, আওয়ামী লীগ নেতা মহাসিন আলী ও যুবলীগ নেতা ফজলুর রহমান ফজু।

উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আশা মোল্লা, যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল মালেক ভূইয়া, স্বপন মালিথা, সরোয়ার সিদ্দিক মামুন, পিন্টু, মোমিন, আবুল কাশেম, উপজেলা ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, নতিপোতা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ, বশিরসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

সকল প্রকার ভাতা বাতিল করবে। যদি আরো সুবিধা পেতে চান তাহলে নৌকায় ভোট দিতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্য দোয়া কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। এর আগে তিনি ভাতাভোগীদের নিকট থেকে সরকারের উন্নয়ন কথা মনোযোগসহকারে শুনেন।

অনুষ্ঠান শুরুতেই কোরআন তেলাওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মামুনুর রশিদ।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, হাউলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, কুড়ালগাছী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দিন।

দামুড়হুদা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হকের সঞ্চালনায়, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাজী আলী আহম্মদ সোনা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বিপ্লব, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ,যুগ্ন আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হান সহ হাউলী ইউনিয়নের সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার যদুপুর গ্রামের

বিলের মাঠে রাস্তা নির্মাণ কাজে বাঁধা

চুয়াডাঙ্গা সদরের যদুপুর গ্রামের বিলের মাঠে রাস্তা নির্মাণ কাজে বাঁধা প্রদানের অভিযোগ উঠেছে। সরকারী খাসজমি নিজের দাবি করে

সাহা আলী নামের এক ব্যক্তি বন্ধ করে দিয়েছে রাস্তার কাজ। এ নিয়ে থানা পুলিশে অভিযোগের পাশাপাশি আদালতে ফোজদারী ও পিটিশন মামলাও করেছে। এতে করে রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ হওয়ায়যদুপুর গ্রামের বিলের ধারের চাষাবাদ সহ চাষাবাদকৃত মাঠের মালামাল ঘরে বা বাজারে নিতে ব্যহৃত হচ্ছে চাষীদদের। সেই সাথে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে কৃষকেরা। তাই সুষ্ঠ সমাধান চাই এলাকার ভুক্তভোগী চাষী সহ সচেতন মহল। বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রসাশকের সু -দৃষ্টি কাামনা করেছে ভুক্তভোগী চাষী সহ সচেতন মহল।

গ্রামবাসীর অভিযোগে জানাযায় , চুযাডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের যদুপুর গ্রামের ৬৫ নং যদুপুর মৌজার ১নং ক্ষতিয়ানে ১২৭২ নং দাগে বিলের ধারের মাঠে পথিত খাস জমির উপর দিয়ে গ্রামবাসীর উদ্দ্যোগে মাঠের চাষাবাদ ও মালামাল বহনের সুবিধার্থে এিকিট রাস্তা নির্মাণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই মোতাবেক রাস্তা নির্মান কাজের প্রক্রিয়াও শুরু হয়।

এ কাজ গ্রামের পরঘাটা পাড়ার মৃত মোহাম্মদ আলী দেওয়ানের ছেলে শাহা আলম ওরফে সাহা আলীর (৫৫) জমির নিকট পৌছালে তিনি সরকারী জমি নিজের দাবি করে কাজে বাঁধা প্রদান করায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

যার ফলে গ্রামের মাঠের ভুক্তভোগী চাষী আলী আকবার , টিটু মিয়া , বোরহান উদ্দীন , আমিরুল ইসলাম , আব্দুল জব্বার , নূর আলম সিদ্দিকী সরকারী খাস রাস্তার জমির অবৈধ্য ভাবে দখল উচ্ছেদে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করে বেগমপুর ইউনিয়নের যদুপুর পারঘাটা পাড়ার মৃত মোহাম্মদ আলী দেওয়ানের ছেলে শাহা আলম ওরফে সাহা আলী ও শাহ আলমের ছেলে শাকিব হাসানের বিরুদ্ধে।

এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াডাাঙ্গা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নির্দেশে বেগমপপুরর তৈহশীল অফিসের একটি প্রতিনিধিদল জমি মাপযোপের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুরে ৭ জুয়াড়ি গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা উপজেলায় শোবার ঘরে জুয়া খেলার সময় হাতেনাতে ৭ জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে।

আজ শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে খেলার সামগ্রী, নগদ ৫ হাজার ৬০ টাকা জব্দ করা হয়।

আটক সাতজন জুয়ারি হলেন- উপজেলার পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার মৃত হায়দার আলীর ছেলে লাল্টু (৩৮), গোবিন্দপুর নতুন বাসস্টান্ড পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩২), মৃত নিজাম উদ্দীনের ছেলে মুকুল আলী (৪০), মৃত আবু বক্করের ছেলে শফি (৪০), মৃত হারান আলীর ছেলে আলম হোসেন (৫০), মৃত শমসের আলীর ছেলে মিশকার (৪২) ও নওদা বন্ডবিল গ্রামের মৃত শাহাদাৎ হোসেনের ছেলে কলিম উদ্দিন (৪৫)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ায় নিজ শোবার ঘরে জুয়ার আসর বসান হায়দার আলীর ছেলে লাল্টু। গতকতাল শনিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। জুয়া খেলার সময় সাতজনকে হাতেনাতে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আরও কয়েকজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মারজাহান আল মোনায়েম জানান, দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে সাত জুয়ারিকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক সাতজনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি-জামাতের

চক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ

বিএনপি-জামাত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ২ টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপকুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, সরকার দেশে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। শুধু উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এ চুয়াডাঙ্গায়। আজ কর্ণফুলী নদীতে ট্যানেলের উদ্বোধন হয়েছে। পদ্মা সেতু সহ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে ও চলমান রয়েছে। শুধু উদ্বোধনের অপেক্ষায়। বিএনপি মনে করছেন এদেশ তাদের বাপে। আজ সমাবেশ করছেন। আর কত সমাবেশ করবেন। কত মানুষকে দুঃখ দুর্দশা দিবেন।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পৃষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন,আমি প্রতিক দিতে পারি কিন্তু জিতে এনে দিতে পারবো না। ভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। এই দলের অধীনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, ছাত্র সমাজকে মাদক মুক্ত ও সন্ত্রাস মুক্ত আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা গড়ে তুলতে হবে। আমার ইচ্ছা, প্রতিটি ইউনিয়ন খেলার সুন্দর একটি মাঠ থাকবে, একটি করে মিনি স্টেডিয়াম থাকবে। এছাড়া প্রতিটি কলেজে কিংবা স্কুলে যোগ্য ব্যক্তি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। আমার চেয়ারের প্রতি কোন লোভ নাই। আমি আপনাদের দিতে এসেছি, নিতে আসি নাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি দিপু মাস্টার, বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রেজাউল ইসলাম, হারদি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, ডাউকি ইউনিয়ন যুবলীগের

যুগ্নআহবায়ক রবিউল ইসলাম, নাহিদ হাসান, ছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হাসান, তন্ময়, সাজিদ, রকি আহমেদ মমিন, নাসিম, সাগর, বাপ্পি, আলিফ। এছাড়া বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশে জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলো।

আলমডাঙ্গায় বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন: সভাপতি মিলন সম্পাদক আব্দুল্লাহ

উৎসব মুখর পরিবেশে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে আরেফিন মিয়া মিলন পূণরায় নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মামুন নির্বাচিত হন।

আজ শনিবার সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোট গণনা শেষে সন্ধ্যার পর ফলাফল ঘোষণা করেন বণিক সমিতির নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাবেক ব্যাংকার সিরাজুল ইসলাম। তার দেওয়া তথ্যমতে এ নির্বাচনে আরেফিন মিঞা মিলন সভাপতি (ছাতা) প্রতিক নিয়ে ৪৭৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি হাজী মো: মকবুল হোসেন দোয়াত কলম প্রতিক নিয়ে পেয়েছেন ৪০৪ ভোট ও অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাইফুল ইসলাম লিটন পেয়েছেন ৯১ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মামুন (বাই সাইকেল) প্রতিকে ৫২২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল হোসেন (আনারস) প্রতিক পেয়েছেন ৪৪৭ ভোট ।

সহ-সভাপতি পদে হাফিজুর রহমান (দেয়ালঘড়ি) প্রতিকে ৫৮২ ও রফিকুল আলম (চশমা) প্রতিকে ৫৫২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কামরুজ্জামান হিরা (মাছ) প্রতিকে ২৮৮ ও

হামিদুল ইসলাম (বটগাছ) প্রতিকে ২৮৫ ভোট পেয়েছেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম (বাঘ) প্রতিকে ৪৭৮ ও জাহাঙ্গীর আলম (গোলাপ ফুল) প্রতিকে ৪৫৬ ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বদর উদ্দিন (হাঁস) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৮৪ ও বাবলুর রহমান (ডাব) প্রতিকে ৩৬৯ ভোট পেয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন মিয়া (মোরগ) প্রতিকে ৪৮৭ পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোহানুর রহমান বাবলু (হাতি) প্রতিকে ৪৪৬ ভোট পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আমিরুল ইসলাম লিটন (চেয়ার) প্রতিকে ৫২৫ পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল লতিফ (মই) প্রতিকে ৪২৪ ভোট পেয়েছেন। ক্রীড়া সম্পাদক পদে হাবিবুর রহমান (আম) প্রতিকে ৫৫২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদ রানা (ফুটবল) প্রতিকে ৩৮৪ ভোট পেয়েছেন।

ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক পদে রেজাউল করিম কাবিল (মিনার)প্রতিকে ৫৬৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আসাদুল হক (তারা) প্রতিকে ৩৪৫ ভোট পেয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে শফিউল হাসান মিলন (কলম) প্রতিকে ৫০৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইফতেখার আহমেদ (টিয়া) প্রতিকে পেয়েছেন ৩৯৬ ভোট। এছাড়াও সদস্য পদে ১০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
এদিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীরা তাদের কর্মি সমর্থকরা আনন্দ উৎসব করেন।

দর্শনায় ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ চুয়াডাঙ্গার আরিফুল গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫ পিচ ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ চুয়াডাঙ্গা সদরের মাঝেরপাড়ার আরিফুল ইসলামকে (৪০) গ্রেফতার করেছে। সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মাঝের পাড়ার আজার হোসেনের ছেলে।

জানাগেছে, গতকাল শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা থানাধীন আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা পাড়ার সোহেল রানা এর চায়ের দোকানের সামনে।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) নীতিশ বিশ্বাস গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদকবিরোধী
অভিযান চালিয়ে আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করে ২৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও নগদ ৭ হাজার ৫শ টাকা উদ্ধার করে।গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার বীজ বিতরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ৩৯০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে গম, ভুট্টা, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দামুড়হুদা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

জেলা কৃষি কর্মকর্তা বিভাস চন্দ্রের সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা

খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা।

অনুষ্ঠানে বিঘাপ্রতি ২০ কেজি করে গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ২ কেজি করে ভুট্টা বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ১ কেজি করে সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; ১ কেজি করে শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ৫ কেজি করে মুগ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার; কৃষককে ৫ কেজি করে মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় এক সঙ্গে চার নবজাতক শিশুর জন্ম

চুয়াডাঙ্গায় এক সঙ্গে জন্ম নিয়েছে চার নবজাতক শিশু সন্তান। এক সঙ্গে এই চার নবজাতক শিশু সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তসলিমা খাতুন
(২৫) নামের এক গৃহবধূ।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে দশটার সময় শহরের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গাইনি বিভাগে গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. আকলিমা খাতুন সফল নরমাল ডেলিভারি করেন।

তসলিমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের ইমরান হোসেনের স্ত্রী।

জন্ম নেওয়া সন্তানদের বাবা ইমরান হোসেন বলেন, আরও দুই মাস পর বাচ্চা জন্ম নেওয়ার কথা ছিল। আজকে সকালে হঠাৎ আমার স্ত্রীর ব্যাথা উঠলে দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে আসি। এ সময় নরমাল ডেলিভারিতে এক সঙ্গে চার শিশুর জন্ম হয়। যার মধ্যে তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে। জন্মের আধা ঘণ্টা পর ছেলে সন্তানটি মারা যায়। বর্তমানে বাচ্চাদের মাসহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। এখন পর্যন্ত আমার সন্তানদের নাম রাখা হয়নি।

সদ্য জন্ম নেওয়া চার নবজাতক শিশুর বাবা ইমরান হোসেন পেশায় একজন

আটো চালক।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. আকলিমা খাতুন বলেন, আজকে সকালে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় ও অত্যন্ত প্রসব বেদনা নিয়ে হাসপাতালে আসে। এই রোগীর আগেও একটা বাচ্চা হয়েছে সিজারের মাধ্যমে। যে কারণে নরমাল ডেলিভারি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো তার জন্যে। এর পরও তার অবস্থা বুঝে আমরা খুব দ্রুত ডেলিভারির সিদ্ধান্ত নিই। এতে ৪ যমজ শিশু জন্ম নেয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। বাচ্চারা ও বাচ্চার মা আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. মাহবুবুর রহমান মিলন বলেন, একসাথে জন্ম নেওয়া ৪ জমজ সন্তান মধ্যে ৩ জন শিশু সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে। আমাদের তত্ত্বাবধানে তারা সুস্থ রয়েছে।